তারিখ ২৮ JAN 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

যুগান্তর

যুগান্তর

চালু করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সরকার সমর্থক ও বিরোধী দল সমর্থক বলে পরিচিত এবং নানা মতাদর্শে বিভক্ত এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠনগুলো শিক্ষা জাতীয়করণ বা চাকরি জাতীয়করণসহ তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে ১০ জানুয়ারি থেকে দেশব্যাপী আন্দোলন করে আসছে। সারাদেশে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা আনুমানিক ৩০ হাজার। এগুলোতে কর্মরত রয়েছেন আনুমানিক ৫ লাখের মতো শিক্ষক-কর্মচারী। বিপুলসংখ্যক শিক্ষক পক্ষকাল ধরে শ্রেণীকক্ষের বাইরে থাকায় বছরের শুরুতেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিরাজ করছে এক ধরনের অচলাবস্থা। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যয়নরত ৮০ লাখের মতো ছাত্রছাত্রী এবং বাড়িতে বাড়িতে তাদের উদ্বেগাকুল অভিভাবকদের অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার শেষ নেই। ইত্যকার পরিস্থিতিতে ২২ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া বিদ্যমান ১০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা এবং চিকিৎসাভাতা ১৫০ টাকার স্থলে ৩০০ টাকা করার কথা ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি এও জানিয়েছেন, চিকিৎসাভাতা যথারীতি সরকারি চাকুরেদের মতো আবারও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় গত আওয়ামী লীগ শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১)। এএসএইচকে সাদেক তখন শিক্ষামন্ত্রী। সরকার ১৯৯৭ সালে নতুন করে বেতন স্কেল দিলে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেলায়ও তা কার্যকর হয়। কিন্তু ওটিকয় অবিবেচক, স্বার্থান্বেষী ও অপরিণামদর্শী বঙ্গসন্তানের চক্রান্তে সে সময় নতুন স্কেল অনুযায়ী তাদের ইনক্রিমেন্ট ও চিকিৎসাভাতা সমন্বয় করা হয়নি। এক্ষেত্রে অতি উৎসাহী কোন কোন শিক্ষক নেতারও দায় এড়ানোর অবকাশ নেই। এভাবে রাষ্ট্রপতি এরশাদ এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দেয়া ইনক্রিমেন্ট ও চিকিৎসা ভাতা সংক্রান্ত সুবিধা থেকে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের চরমভাবে বঞ্চিত করা হয় মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ শাসনামলে। ১৮ বছর ধরে শেখ হাসিনা (১৯৯৬-২০০১), খালেদা জিয়া (২০০১-২০০৬) এবং আবারও শেখ হাসিনার আমলে (২০০৯-...) শিক্ষক কর্মচারীরা আর্থিকভাবে ঠকে আসছেন।

শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারি তহবিল থেকে বর্তমানে মূল বেতন স্কেলের ১০০ ভাগ অর্থ এবং সামান্য ভাতা পাচ্ছেন। এ পর্যায়ে তাদের পৌঁছতে সাবেক সরকার ও আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সবগুলো শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের খোলা মন নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর চাকরি জাতীয়করণ করা হয়তো এই মুহূর্তে দুরূহ কাজ। তবে সদিচ্ছা থাকলে একেবারে অসম্ভবও নয়। এ বিষয়ে ভাবার জন্য সরকার সময় চাইতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ এবং এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা এক বিষয় নয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ মহাজোটের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল। তাছাড়া অনেক আগে থেকেই সরকার এ ব্যাপারে কাজ করে আসছিল। আলোচনা বৈঠকে শিক্ষক নেতারা বাড়িভাড়া, (পাঁচগুণ বা দশগুণ যাই দেয়া হোক) এমনকি চাকরি জাতীয়করণ করার আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি আদায়েরও আগে বিগত আমল থেকে (১৯৯৬-২০০১) চরমভাবে বঞ্চিত নতুন স্কেল অনুযায়ী চিকিৎসাভাতা এবং ইনক্রিমেন্ট প্রদানের বিষয়টি— যা তারা একনাগাড়ে ১৬ বছর ধরে পেয়ে আসছিলেন, তা নিশ্চিত করতে পারলে সবার জন্য মঙ্গল হয়।

বিজন সরকার : কলেজ শিক্ষক